মেসি আর বার্সায় থাকবে না: ফিগো

আগামী মৌসুমে নিশ্চিতভাবেই বার্সেলোনা ছাড়বেন লিওনেল মেসি-এমনটাই মনে করছেন লুইস ফিগো। প্রাক্তন পর্তুগিজ তারকা নিজেও এক সময় ক্যাম্প ন্যুতে খেলেছেন। মেসির মরিয়া মনোভাব দেখে তাঁর মনে হচ্ছে, আর্জেন্টাইন মহাতারকার আর বার্সেলোনায় খেলার ইচ্ছে নেই। এই মৌসুমেই মেসি ক্লাব ছাড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু চুক্তি নিয়ে জটিলতা থাকায় শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। স্পেনের প্রচারমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফিগো বলেছেন, ‘‘কেউ যদি কোথাও না থাকতে চায়, তা হলে কোনও কিছুই তার সেই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।’’

ফিগো আরও বলেছেন, ‘‘ও (মেসি) নিশ্চয়ই ক্লাব ছাড়বে ঠিক করে ফেলেছিল। তবে তার আগে কী কী হয়েছিল, তা আমি জানি না।’’ যোগ করেন, ‘‘সব ক্লাবই মেসির মতো ফুটবলারকে দলে চায়। কিন্তু ওর মতো ফুটবলারের থাকা অথবা না থাকা নির্ভর করে ক্লাবের অর্থনৈতিক অবস্থার মতো বিষয়ের উপরেও। তাকে কত বেতন দিতে হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ফুটবলারের নিজের ইচ্ছেটা কী— এ সবও ব্যাপার জড়িয়ে থাকে।’’

ফিগোর আরও বলেন, ‘‘যে কোনও ফুটবল ভক্তের মতো আমিও লক্ষ্য রেখেছিলাম মেসিকে নিয়ে ঠিক কী হচ্ছে। বিশেষ করে, ওর বার্সেলোনা ছাড়তে চাওয়ার বিষয়টা। প্রত্যাশিত ভাবেই এই ঘটনায় আমি অবাক হয়েছিলাম।’’
এই মৌসুমে ১০ ম্যাচে বার্সেলোনার হয়ে ৬টি গোল করেছেন মেসি। সতীর্থদের দিয়ে চারটি গোল করিয়েছেন। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির বয়স এখন ৩৩। ক্লাবের সঙ্গে এখনও চুক্তি নবীকরণ করেননি। পরের বছরের জুনে চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। নিশ্চিতভাবেই ক্যাম্প ন্যু’র পরিচালন গোষ্ঠী চাইবে মেসি তাঁদের ক্লাব থেকেই অবসর নিন। কিন্তু তাঁর ক্লাবে থাকাটা সত্যিই অনিশ্চিত।

ফ্রান্সের কাছে ১-০ গোলে পর্তুগালের হার

উয়েফা ন্যাশনস লিগে পর্তুগালকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স। লিগ ‘এ’ এর তিন নম্বর গ্রুপের ম্যাচে এ জয়ের ফলে আসরের ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ফ্রান্স।

অন্যদিকে শিরোপা জয়ের আশা শেষ হয়ে গেল রোনালদোর পর্তুগালের।

শনিবার (১৪ নভেম্বর) দিবাগত রাতে পর্তুগালের লিসবনে এই জয়ে পাঁচ ম্যাচে চার জয় ও এক ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে থেকে ফাইনালে ওঠে দিদিয়ে দেশমের শিষ্যরা।

আর ১০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে থেকে চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ছিটকে গেল পর্তুগাল। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে শেষে দুই দলের পয়েন্ট সমান হলে মুখোমুখি লড়াইয়ে এগিয়ে থাকার সুবাদে ফাইনালে উঠবে ফ্রান্স।

বোল্টের চেয়ে জোরে দৌড়ান রোনালদো

সর্বকালের সেরা দৌড়বিদ মনে করা হয় উসাইন বোল্টকে। তিনিই কিনা দৌড়ে এবার নিজের থেকে এগিয়ে রাখলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে। তিনি বলেন, ‘এতটুকু নিশ্চিত ক্রিস্টিয়ানো এখন আমার চেয়ে অনেক জোরে দৌড়ায়।’

উসাইন আরও বলেন, ‘সে প্রতিদিন ব্যায়াম করে, সে একজন সুপার অ্যাথলেট। সবসময় খেলার উপরেই তার স্থান। কঠোর পরিশ্রম আর মনোযোগ ধরে রাখে। আমি বলতে পারি সে এখন আমার চেয়েও জোরে দৌড়ায়।’

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে ট্র্যাক ছেড়ে অবসরে যান বোল্ট। অলিম্পিকের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কিছু মুহূর্ত উপহার দেওয়া এই তারকার দখলে আছে

১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ের দ্রুততম রেকর্ড।

২০০৯ সালে বার্লিনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৯.৫৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন বোল্ট। তাছাড়া, ১৯.১৯ সেকেন্ডে ২০০ মিটার দৌড়েও করেছিলেন বিশ্বরেকর্ড।

উত্তর নারায়ণপুর ফুটবল টুর্নামেন্টে কোটচাঁদপুরের জয়

ঝিনাইদহ সদরের সাগান্না ইউনিয়নের উত্তর নারায়ণপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে ঝিনাইদহ বি একাদশের বিপক্ষে ২-০ গোলের ব্যবধানে জয় পেয়েছে কোটচাঁদপুর ফুটবল একাদশ।

আজকের খেলায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন কোটচাঁদপুর ফুটবল একাদশের অধিনায়ক আনোয়ার হোসাইন। খেলায় দুটি গোলই করেন কোটচাঁদপুর একাদশের ১০ নম্বর জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় সাকিম।

খেলা শেষে সেরা খেলোয়াড়-এর হাতে পুরস্কার তুলে দেন, ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ আলাউদ্দিন আল মামুন ও সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ।

খেলাটির আয়োজন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছে উত্তর নারায়ণপুর লায়ন্স ক্লাব।

মেহরেপুরে মরহুম মোখলেছুর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জেসুসরা।

ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে প্রথমার্ধে অবশ্য গোলের দেখা পায়নি ব্রাজিল। যদিও দুইবার বল জালে জড়িয়েছিল তারা। কিন্তু দুটিই বাতিল হয়। প্রথমবার ম্যাচের ৭ মিনিটে তারা ভেনেজুয়েলার জালে বল জড়ায়। আর দ্বিতীয়বার ম্যাচের ৪১ মিনিটে। তাতে গোলশূন্যভাবেই শেষ হয় প্রথমার্ধের খেলা।

বিরতির পর ম্যাচের ৬৭ মিনিটে গোলের দেখা পায় ব্রাজিল। এ সময় ডানদিক থেকে উড়ে আসা বলে বক্সের মধ্যে হেড নেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস। তার হেড থেকে বল পেয়ে যান ফিরমিনো। ডান পায়ের আলতো টোকায় বল জালে পাঠান তিনি।

শেষ পর্যন্ত তার গোলটিই ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেয়। ব্রাজিলকে পাইয়ে দেয় পূর্ণ তিন পয়েন্ট।

ইনজুরির কারণে এই ম্যাচে খেলতে পারেননি নেইমার দ্য সিলভা। খেলতে পারবেন না মঙ্গলবার উরুগুয়ের বিপক্ষের ম্যাচেও।

লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ১০ দলের মধ্যে শীর্ষে থাকা চারটি দল সরাসরি ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে। আর পঞ্চম স্থানে থাকা দলটি আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ খেলার মাধ্যমে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ পাবে।

ইউনিসের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ালো পিসিবি

পাকিস্তানের ব্যাটিং কোচ হিসেবে ইউনিস খানের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট দেশটির ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ফলে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত তার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হলো। বৃহস্পতিবার ইউনিসের সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি সাবেক টেস্ট স্পিনার আরশাদ খানকে নারী ক্রিকেট দলের বোলিং কোচ হিসেবে এক বছরের মেয়াদে নিয়োগ দিয়েছে পিসিবি।

চলতি বছরের শুরুর দিকে ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্তান দলের ব্যাটিং পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পান ইউনিস। এখন মেয়াদ বাড়ানোয় আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফর থেকেই দায়িত্ব পালন শুরু করতে পারবেন পাকিস্তানের টেস্ট ক্রিকেটের এই কিংবদন্তীতুল্য ব্যাটসম্যান।

ইউনিসের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে পিসিবির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইংল্যান্ড সফরে ইউনিসের ব্যাপারে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়ার পর আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত তাকে রেখে দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ত্রিমোহনীতে উদ্বোধনী খেলায় কালিগঞ্জ জয়ী

ঝিনাইদহের সাগান্না ইউনিয়নের ‘উত্তর নারায়ণপুর লায়ন্স ক্লাব’ এর আয়োজন ত্রিমোহনী ফুটবল লীগের শুভ উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধনী খেলায় কালিগঞ্জ হেলাই একাদশ হরিনাকুণ্ডু একাদশের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয় লাভ করেছে।

গতকাল বিকাল ৩ টায় ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ আলাউদ্দিন আল মামুন তার বক্তব্যের মাধ্যমে খেলার শুভ উদ্বোধন করেন।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন, ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ, আওয়ামী লীগ নেতা ইউনুচ আলী ইনু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিমোহনী মিল মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আকতার হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরশাদ আলী, হুশিয়ার রহমান, সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ নাজমুল হক তুর্পি, আঃ রশিদ, ফজলুল করিম, আমজাদ হোসেন, ফারুক সরকার।

ত্রিমোহনী ফুটবল লীগের দ্বিতীয় খেলা আগামী ১৪-১১-২০২০ রোজ

শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত খেলায় কোটচাঁদপুর একাদশের বিপক্ষে লড়বে ঝিনাইদহ বি(ভাটই) একাদশ। লায়ন্স ক্লাবের কর্ণধার মোঃ বকুল হোসেন ও হাবিব মিয়া ফুটবল লীগের দ্বিতীয় খেলায় সকলকে আমন্ত্রণ জানান।

অভিষেক সিরিজেই সেরা পাক কিংবদন্তি কাদিরপুত্র উসমান

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সদ্যসমাপ্ত টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নাম লিখিয়েছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি লেগস্পিনার আব্দুল কাদিরের ছেলে উসমান কাদির। নিজের অভিষেক সিরিজেই সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন উসমান।

টানা তিন ম্যাচ জিতে প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করতে অবদান রাখায় জিতেছেন সিরিজসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার।

মঙ্গলবার জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজটি শেষ হয়েছে। শেষ ম্যাচে ৮ উইকেটের সহজ জয়ে সফরকারীদের হোয়াইটওয়াশ করে দিয়েছে স্বাগতিক পাকিস্তান।
তৃতীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামা এ লেগস্পিনার নিজের ৪ ওভারের স্পেলে খরচ করেছেন মাত্র ১৩ রান, সাজঘরে পাঠিয়েছেন চার ব্যাটসম্যানকে। তার মায়াবি স্পিনের বিপরীতে জবাব খুঁজে পাননি চামু চিবাবা, ওয়েসলে মাধভের, মিল্টন শুমা ও এল্টন চিগুম্বুরারা। এমন বোলিংয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন উসমান।

তবে সিরিজসেরার পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে প্রথম দুই ম্যাচের পারফরম্যান্সও। গত ৭ নভেম্বর নিজের অভিষেক ম্যাচে তেমন সুবিধা করতে পারেননি উসমান। তাকে দিয়ে পুরো ৪ ওভারই করাননি অধিনায়ক বাবর আজম। খানিক খরুচে বোলিংয়ে ৩ ওভারে ২৪ রান খরচায় নেন শন উইলিয়ামসের উইকেট।

প্রথম ম্যাচে ঠিক প্রত্যাশামাফিক বোলিং করতে না পারলেও,

দ্বিতীয়টিতেই ঘুরে দাঁড়ান উসমান। এবার হয়ে যান দলের সেরা বোলার, ৪ ওভারের স্পেলেন খরচ করেন মাত্র ২৩ রান, সাজঘরে পাঠান ওয়েসলে মাধভের, সিকান্দার রাজা ও এল্টন চিগুম্বুরাকে। তবে এ ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন হায়দার আলি।

ধারাবাহিক উন্নতির অংশ হিসেবেই শেষ ম্যাচে নিজের প্রথম দুই ম্যাচকেই ছাড়িয়ে গেছেন উসমান। তৃতীয় ম্যাচটিতে ১৩ রানে ৪ উইকেটসহ পুরো সিরিজে তিন ম্যাচে মাত্র ৫.৪৫ ইকোনমি রেটে ৮ উইকেট শিকার করেছেন তিনি, গড় মাত্র ৭.৫০। যা তাকে এনে দিয়েছে সিরিজসেরা খেলোয়াড় হওয়ার সম্মান।

বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দীর্ঘদিন পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে সার্ভিস দেবেন, এমনটাই প্রত্যাশা কিংবদন্তি লেগস্পিনার আব্দুল কাদিরের ছেলে উসমান কাদিরের ওপর।

এবারের সেরা আইপিএল একাদশ

দুবাইয়ে আইপিএল ফইনালে পাঁচ উইকেটে দিল্লিকে হারিয়ে পঞ্চমবার আইপিএল খেতাব জিতে নিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। মরুদেশে আইপিএল যেমন সামনে এসেছে অনেক নতুন তারকা, তেমনই অনেকে সুবিচার করতে ব্যর্থ তাঁদের নামের। কিন্তু সেরাদের লড়াইয়ে তাঁরাই থাকেন যারা টুর্নামেন্টে ধারাবাহিক ভাবে নিজেদের সাফল্য ধরে রাখেন। কারা রইলেন সেই তালিকায়? দেখে নিন আমাদের বেছে নেওয়া আইপিএল ২০২০-র সেরা একাদশ।

শিখর ধাওয়ান: পর পর দুই ম্যাচে শতরান করে এ বারের আইপিএলে নতুন রেকর্ড গড়েছেন শিখর। ১৭ ম্যাচে ৬১৮ রান করে দিল্লির তরুণ ব্রিগেডকে পথ দেখিয়েছেন নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। এই দলের ওপেনার তিনিই।

ডেভিড ওয়ার্নার: হায়দরাবাদ দলকে যে ভাবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি, তাতে এই দলেও তাঁকেই বেছে নেওয়া হল অধিনায়ক হিসেবে। ১৬ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৫৪৮ রান। শিখরের সঙ্গে তাঁর ব্যাট চলতে শুরু করলে প্রতিপক্ষের বিপদ শুধু সময়ের অপেক্ষা।

লোকেশ রাহুল: কমলা টুপির মালিক ওপেনার হিসেবে আইপিএলে খেললেও এই দলে তাঁকে তিন নম্বরে আসতে হবে। তাঁর মতো পারদর্শী ব্যাটসম্যান যে কোনও জায়গাতেই প্রতিপক্ষের ত্রাস। ১৬ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৬৭০ রান, গড় ৫৫.৮৩। এই দলের উইকেট রক্ষার দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই।

ঈশান কিশান: তরুণ এই ব্যাটসম্যান এ বারের আইপিএলের অন্যতম আবিষ্কার। ১৪ ম্যাচে ৫১৬ রান করে তিনি যে শুধু দলের সর্বাধিক রান করেছেন তা-ই নয়, দলের বিপদে ওপেনার হিসেবে নেমেও ভরসা জুগিয়েছেন। অনেক বেশি পরিণত ঈশানকে চেনালো এ বারের টুর্নামেন্ট।

সূর্যকুমার যাদব: ১৬ ম্যাচে ৪৮০ রান করে মুাম্বই দলের প্রাণ ভ্রমরা তিনি। শুরুর দিকে নামলেও ম্যাচ শেষ করে আসাই তাঁর লক্ষ্য থাকে। ৪০ গড় বুঝিয়ে দেয় প্রতি ম্যাচে তিনি কতটা নিয়মিত রান করে গিয়েছেন এই টুর্নামেন্টে। ভারতীয় দলে জায়গা না পেলেও ৩০ পেরনো এই মুম্বাইকর কিন্তু দিনে দিনে রান মেশিন হয়ে উঠছেন।

কায়রন পোলার্ড: মুম্বাই দলের এই অলরাউন্ডার ব্যাট হাতে করেছেন ২৬৮ রান। স্ট্রাইক রেট ১৯১.৪২। এ বারের আইপিএলে সর্বাধিক স্ট্রাইক রেট তাঁরই। বল হাতেও নিয়েছেন ৪টি উইকেট। ফিনিশার হিসেবে এই দলে জায়গা করে নেবেন তিনিই।

হার্দিক পান্ডিয়া: ১৭৮.৯৮ স্ট্রাইক রেট রেখে করেছেন ২৮১ রান হার্দিক। পোলার্ডের পাশে তিনিও ফিনিশার হিসেবে নজর কেড়েছেন বার বার।

যুজবেন্দ্র চহাল: পেসারদের ভিড়ে তিনি যেন এক ব্যতিক্রমই স্পিনার এ বারের আইপিএলে। ১৫ ম্যাচে ২১ উইকেট নিয়ে এক সময় চলে এসেছিলেন বেগুনি টুপির দৌড়ে। ব্যাঙ্গালোর আরও দুটো ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলে তিনিও বেগুনি টুপির লড়াইয়ে থাকতেন তা বলাই বাহুল্য।

জোফ্রা আর্চার: তাঁর আগুনে পেস সামলাতে হিমশিম খেয়েছে প্রায় সব দলই। রাজস্থান দলের বোলিং বিভাগকে একার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। ১৪ ম্যাচে নিয়েছেন ২০ উইকেট। গেলের শতরান আটকে দেওয়া সেই ইয়র্কার বহু দিন চোখে ভাসবে ক্রিকেটপ্রেমীদের।

কাগিসো রাবাদা: এ বারের টুর্নামেন্টে পেসারদের যে জয়ধ্বজা উড়েছে তাঁর শীর্ষে রয়েছে তাঁরই নাম। বেগুনি টুপির মালিককে ছাড়া সেরা একাদশ অসম্ভব। নিয়েছেন ১৭ ম্যাচে ৩০ উইকেট। প্রতি ম্যাচে প্রায় নিয়ম করে উইকেট নিয়েছেন তিনি। শুরুতেই বিপক্ষের ভীত নাড়িয়ে

দিয়েছে তাঁর পেস।

যশপ্রীত বুমরাহ: শেষ দিন অবধি বেগুনি টুপির লড়াইয়ে ছিলেন তিনিও। বুমরা শেষ করলেন ১৫ ম্যাচে ২৭ উইকেট নিয়ে। শুধু উইকেট নেওয়া নয়, ডেথ ওভারে কৃপণ বোলিংও বিপক্ষের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় বার বার।

বরুণ চক্রবর্তী: সেরাদের দলে কলকাতার এক মাত্র সদস্য। প্রথম একাদশে জায়গা না হলেও দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে সেরাদের দলে তিনি জায়গা করে নিতেই পারেন। ১৩ ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়ে ভারতীয় দলেও সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। চোটের জন্য শেষ মুহূর্তে বাদ পড়তে হল তাঁকে।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা